আজকের কাগজ

তারিখ ...17 NOV 1991...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

সন্ত্রাস দমন না হলে বাবিশিসফে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : সরকার আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাস বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবে। গতকাল শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসমাবেশ থেকে সরকারের প্রতি এ দাবি জানানো হয়। গতকাল সকাল ১১টায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে সমবেত হন। এখান থেকে শিক্ষকরা বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে মৌন মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

এখানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এই মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ এনামুল হক খান। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জসীমউজ্জামান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্য অধ্যাপক শাহ মোঃ ফারুক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ইয়াহ হিয়া রহমান। সমাবেশে ফেডারেশনের লিখিত দাবিনামা পড়ে শোনান অধ্যাপক মোঃ এনামুল হক খান। লিখিত দাবিনামায় বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে হবে, সন্ত্রাসীকারী ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দলে আশ্রয় পাবে না। কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা সন্ত্রাসকারী বলে চিহ্নিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বা তাদেরকে নিজ নিজ দল থেকে বর্জন ও বহিষ্কার করতে হবে।

সমাবেশে অধ্যাপক ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস দমনে প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের। তিনি বলেন, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো যদি সন্ত্রাস প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় তবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো। অধ্যাপক জসীমউজ্জামান বলেন, সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্র-শিক্ষক কারো জীবনই আজ নিরাপদ নয়। কিছু হাতেগোণা সন্ত্রাসকারীর সন্ত্রাসের জন্যে আজ ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমছে। তিনি বলেন, "সরকার এ পর্যন্ত সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছে।" অধ্যাপক শাহ মোঃ ফারুক বলেন, "প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে তাতে কোথাও শিক্ষার পরিবেশ থাকতে পারে না।" অধ্যাপক ইয়াহ হিয়া রহমান বলেন, "এদেশে আইন আছে, শাসন বিভাগ আছে, নিরাপত্তা বিভাগ আছে, কিন্তু এদের সামনেই কিভাবে সন্ত্রাসকারী অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?" সমাবেশে বক্তারা বলেন, দুই/তিনটি ছাত্র সংগঠন তাদের মূল রাজনৈতিক দলের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে সন্ত্রাস করে। সমাবেশে ১৯৭০ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী, এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলা হয়, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭৩-এর অধ্যাদেশ মানা হয় না, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়েও সন্ত্রাস হচ্ছে। মূলত সন্ত্রাসের চরিত্র রাজনৈতিক। রাজনৈতিক দলগুলো এবং স্বার্থান্বেষী মহল সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী।